তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 3
002
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

একটি পরীক্ষা-অসংখ্য বিশ্বরেকর্ড

দেশের শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে ১৯৮৯ ইং সালটি একটি ঐতিহাসিক বছর বলে চিহ্নিত থাকবে বলে যদি বলা হয় তাহলে তা ভুল বলা হবে। খাটো করে দেখা হবে, তুচ্ছ প্রতিপন্ন করা হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে চলতি বছরের অবদানকে। তবে কেউ যদি বলেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ করে মানুষের জ্ঞান অর্জনও শিক্ষার ইতিহাসে ১৯৮৯ সবচেয়ে গৌরব উজ্জ্বল বছর, তা হলে সেই বক্তব্যটাকে সত্য বলে মানতে হবে।

কেবল মানব জাতির এসএসসি পরীক্ষার ইতিহাসেই নয় সকল রকম পরীক্ষার ইতিহাসে, কার্যত বিশ্বের যাবতীয় শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ইতিহাসে ১৯৮৯ সালের বাংলাদেশের এসএসসি পরীক্ষা যে দারুণ সব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙ্গেছে—এই সত্য কেউ কোন দিন অস্বীকার করতে পারবে না। অবশ্য অনেকে মনে করেন ১৯৭২ সালের রেকর্ডই অনতিক্রমনীয়।

১৯৮৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন থেকে তৃতীয় দিন পর্যন্ত যেসব রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে সংক্ষেপে নিচে আমরা তার বয়ান করছি।

১। পরীক্ষার প্রথম দিন—সে দিন বাংলা পরীক্ষা ছিল—প্রায় দু হাজার পরীক্ষার্থীকে নকল করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা হলে চোথা প্রেরণকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও পরীক্ষার্থীদের ইষ্টিকুটুমদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশকে একটি কেন্দ্রে ফাঁকা গুলি চালাতে হয় এটা অবশ্য রেকর্ড নয়।

২। ইংরেজী পরীক্ষার দিন ৪ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। প্রথম দিনের বহিষ্কারের রেকর্ডটি এভাবে দ্বিতীয় দিন ভঙ্গ করা হয়েছে। পাশাপাশি সেদিন আরও একটি রেকর্ড নির্মাণ করা হয় ২১ জন শিক্ষককে বহিষ্কার করে। উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে বিশ্বের কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে একই দিনে এত শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয় নাই। এই দিনেও গুলি হাঙ্গামা গ্রেফতার হয়। তবে তা প্রথম দিনের কিংবা পূর্ববর্তী বছরগুলোর রেকর্ড অতিক্রম করতে পেরেছে কিনা তা এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

৩। পরীক্ষার্থীদের চোথা সরবরাহে বাধা দেয়ায় তাদের আত্মীয় স্বজনরা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এটাও একটা রেকর্ড।

৪। একটি স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের পুত্রধন পরীক্ষার হলের বদলে নিজ গৃহে পরীক্ষা দিয়েছে বলে সেই প্রধান শিক্ষকসহ অপর দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা কেবল নতুনই নয় একটা মহান রেকর্ডও।

৫। কয়েক বস্তা চোথা উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশ করে, পরীক্ষার হল থেকে এবং আশপাশের কেন্দ্র থেকে। বস্তাবন্দী নকলের ওজন সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন হিসাব দেয়া হয়েছে। এই বিভ্রান্তি সত্তেও এটাও যে একটা রেকর্ড বিশেষজ্ঞ মহল তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

৬। একটি হলে পরীক্ষার্থীরা বইপত্র খুলে পরমানন্দে পরীক্ষা দিয়েছে। এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আকসার হয়ে আসছে। সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে এই ঘটনাটিকে রেকর্ডে উত্তরণ করা যাচ্ছে না বলে আমরা মর্মাহত। তবে (৭) তিনদিন প্রায় আট হাজার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে অত্যন্ত মজবুত রেকর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত রেকর্ডগুলো যথাযথভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে এবারের বাংলাদেশের এসএসসি পরীক্ষা কেবল এদেশের এসএসসি কিংবা অন্যান্য পরীক্ষারই নয়, এশিয়ার কোন দেশের পরীক্ষারই নয়, বরং মানব সভ্যতার সর্বকালের সকল শিক্ষামূলক কার্যক্রমে এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের কোন দেশের পরীক্ষার্থীরা শত চেষ্টা করলেও আমাদের এই রেকর্ড ভাঙ্গা তো দূরের কথা এতটুকু ম্লানও করতে পারবে না। এই রেকর্ড ভাঙ্গতে হলে সে দায়িত্ব আজ যারা স্কুলে রয়েছে ভবিষ্যতে বিভিন্ন বছর যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবে—তাদেরই নিতে হবে। এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তারা আমাদের আশাহত করবে না। আমাদের আরও বিশ্বাস গণটুকলিফাই-এর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এখন থেকেই এর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ক্লাসের বিভিন্ন পরীক্ষায় আন্তরিকতার সাথে মহড়া দিচ্ছেন।

এর ফলে ১৯৯০ সালে যেসব নতুন রেকর্ড হতে পারে সেগুলো হলঃ অন্তত ১২ হাজার এসএসসি পরীক্ষার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে। বহিষ্কৃত শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়বে। নিজ আলয়ে আরও অনেক হেডমাস্টার ও অন্যান্য শিক্ষক পুত্র কন্যার পরীক্ষার আয়োজন করবেন। আরও অনেক হলে আরও অনেক বেশি পরীক্ষার্থী বই খুলে লিখতে পারবে। চোথার ওজনও বাড়বে। এভাবে ফি বছরই পূর্ববর্তী বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে পড়বে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন রেকর্ড।

এই দৃপ্ত আশাবাদ সত্ত্বেও আমাদের এ ব্যাপারে কিছু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে কখনই যেন কোন দেশ আমাদের এই একান্ত নিজস্ব রেকর্ড ভাঙ্গতে না পারে সে জন্যই এই ব্যবস্থা।

আমরা জানতে পেরেছি গণটোকাটুকির কার্যক্রমটি একমাত্র বাংলাদেশেই সীমিত নয়। সার্কভুক্ত দেশগুলো ছাড়াও এই এশিয়ারই আরও অনেক দেশের পরীক্ষার্থী টুকলিফাই এর আদর্শে বিশ্বাসী। তাই আমাদের ভয় এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে বাংলাদেশ একমাত্র ১৯৮৯ ইং-এ ৫/৬টি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তাতে ঈর্ষান্বিত বা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐসব দেশের পরীক্ষার্থীরা আমাদের রেকর্ড ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে পারে। তা যাতে কোনক্রমেই না হতে পারে আমাদের পরীক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সে কথা মনে রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে সার্ক দেশগুলোর ব্যাপারে।

মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই বাংলাদেশ একটি পশ্চাদপদ দেশ বিজ্ঞান ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প ক্রীড়া, অর্থনীতি, চিকিৎসা এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা অনগ্রসর। এসব ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর সাফল্য আমরা বড় একটা অর্জন করতে পারি নাই। সৃষ্টি করতে পারি নাই কোন চাঞ্চল্যকর রেকর্ড। আমাদের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে কেবল এই একটি ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষায়। তাই জান কোরবান করে হলেও এই রেকর্ড আমাদের অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং এই মহান লক্ষ্য সামনে রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

—খোন্দকার আবু মোবারক